স্বাগতম

সদস্যদের নাম ও পদবি

ক্র. নং	নাম	পদবি ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর:	ই-মেইল
১.	মোঃ শরীফুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক,জয়পুরহাট	01713201500	dcjoypurhat@gmail.com
২.	এস.এম. হাবিবুল হাসান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আক্কেলপুর,জয়পুরহাট।	01318247152	unoakkelpur@gmail.com
৩.	মো: রেজোয়ান হোসেন	জেলা,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), জয়পুরহাট।	01711288834	razoanadpeo@gmail.com
4.	মোঃ মাসুদুল হাসান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার আক্কেলপুর,জয়পুরহাট।	01716334955	masud.rubd1983@gmail.com

কার্যক্রম এর নামঃ

সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ”

এবং

সংশ্লিষ্ট মোবাইল অ্যাপঃ“শিশু সুরক্ষা সেল”

ও “বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার”

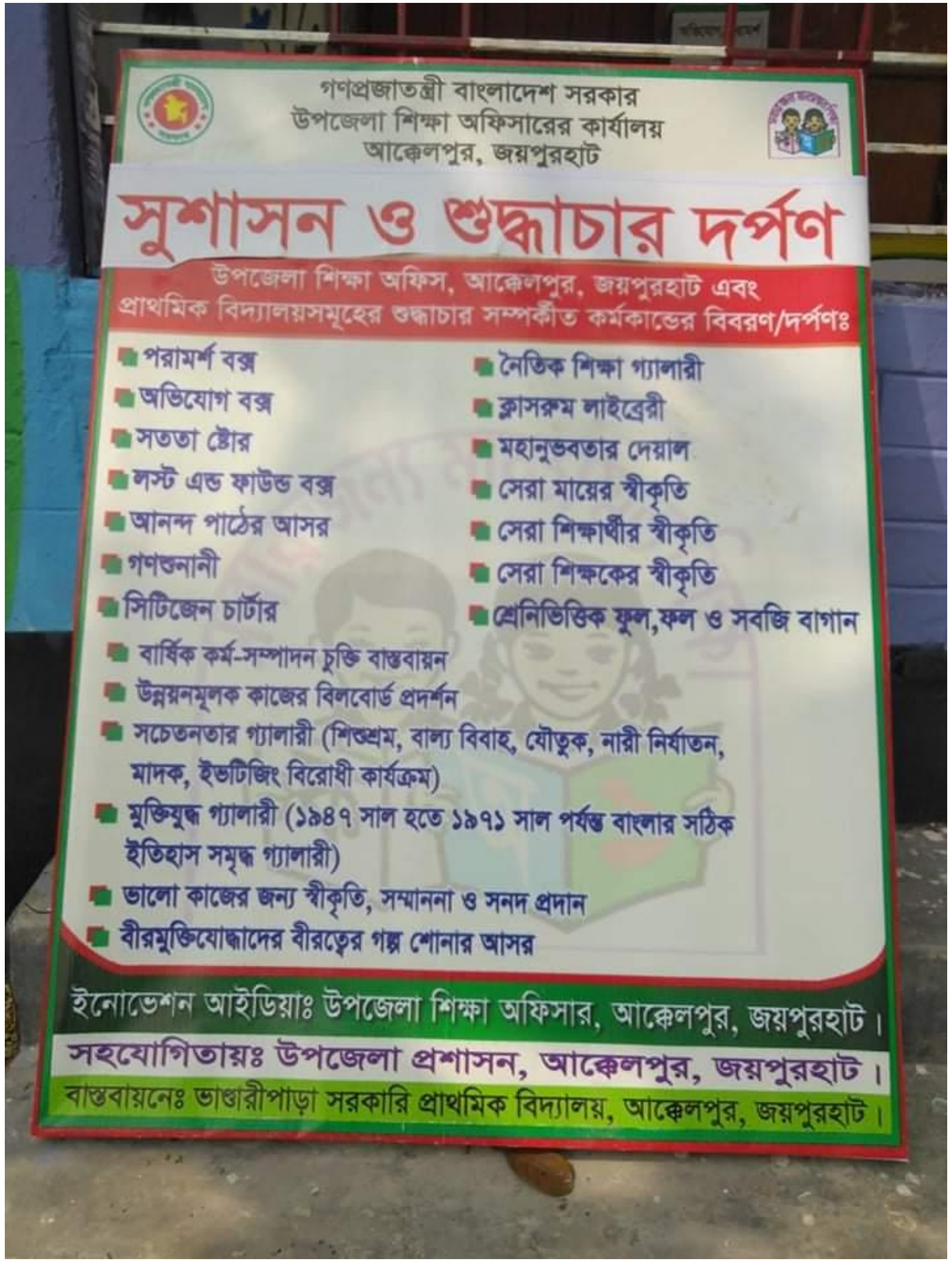

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ
উপজেলা শিক্ষা অফিস, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট এবং
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শুদ্ধাচার সম্পর্কীত কর্মকান্ডের বিবরণ/দর্পণঃ
পরামর্শ বক্স
অভিযোগ বক্স
সততা ষ্টোর
লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স
আনন্দ পাঠের আসর
গণশুনানী
সিটিজেন চার্টার
নৈতিক শিক্ষা গ্যালারী
ক্লাসরুম লাইব্রেরী
মহানুভবতার দেয়াল
সেরা মায়ের স্বীকৃতি
সেরা শিক্ষার্থীর স্বীকৃতি
সেরা শিক্ষকের স্বীকৃতি
শ্রেনিভিত্তিক ফুল,ফল ও সবজি বাগান
বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
উন্নয়নমূলক কাজের বিলবোর্ড প্রদর্শন
সচেতনতার গ্যালারী (শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, মাদক, ইভটিজিং বিরোধী কার্যক্রম)
মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী (১৯৪৭ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলার সঠিক ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্যালারী)
ভালো কাজের জন্য স্বীকৃতি, সম্মাননা ও সনদ প্রদান
বীরমুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের গল্প শোনার আসর
ইনোভেশন আইডিয়াঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
সহযোগিতায়ঃ উপজেলা প্রশাসন, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।
বাস্তবায়নেঃ ভাণ্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

সুশাসন ও শুদ্ধাচার
সততা ও নীতি নৈতিকতার চর্চা
স্বচ্ছতা
জবাবদিহিতা
আইনের শাসন
সকলের অংশগ্রহণ
সাম্য

সুশাসন এর সংজ্ঞা

সুশাসন বলতে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে একটি পছন্দনীয় উপায়ে সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে ও সরকারী সম্পদসমূহের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে, সেই বিষয়গুলি পরিমাপ সম্পর্কিত একটি ধারণাকে বোঝায়।

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রমের আওতায় “শিশু সুরক্ষা সেল” মোবাইল অ্যাপ

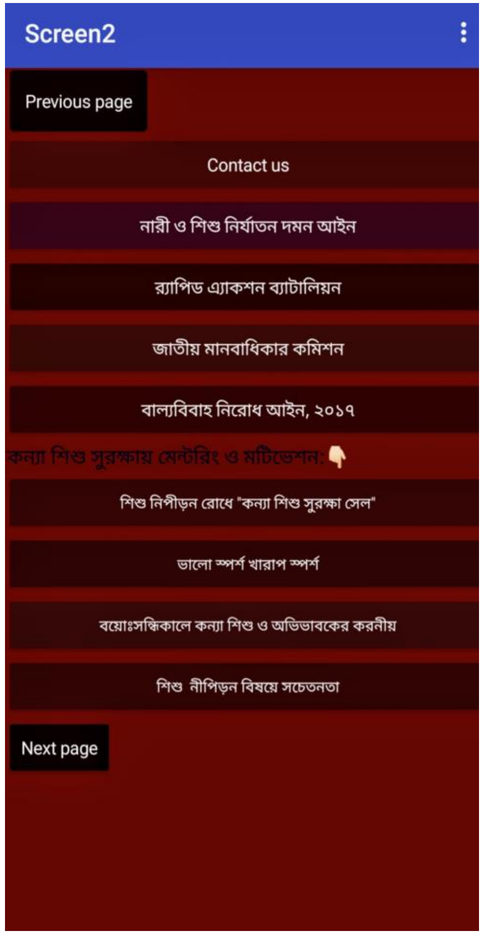

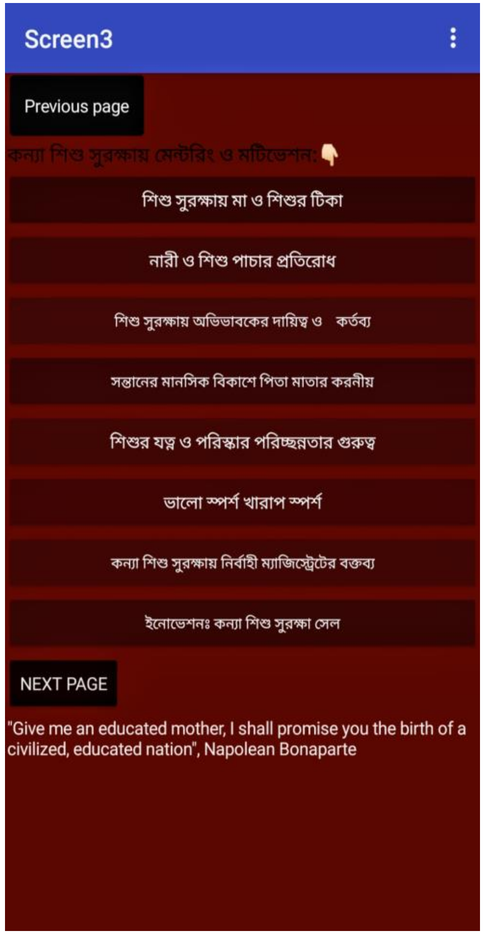

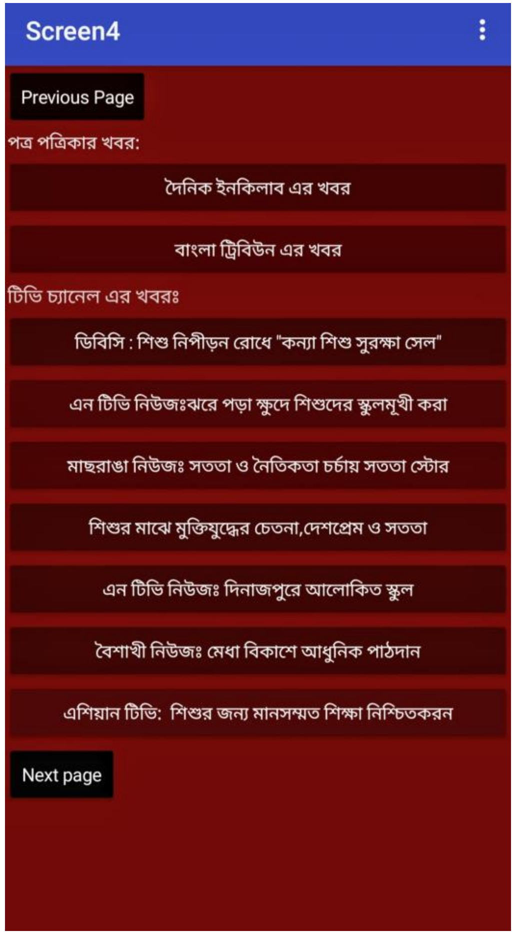

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রমের আওতায় “বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার”

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এবং জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী পরিদর্শন

নৈতিক শিক্ষা গ্যালারি

আমি অন্ধদের সাহায্য করি

লেখা- পড়ার পাশাপাশি গুরুজনদের সেবা করি

আমি ছোট-বড়
ধনি দরিদ্র সকলকে
সম্মান

আমি অসহায় ও দরিদ্রদের সাহায্য করি

নৈতিক শিক্ষা গ্যালারী

সচেতনতার গ্যালারী

লেখা- পড়ার
পাশাপাশি গুরুজনদের
সেবা করি

মাদার তেরেসার মতো
আমিও অন্যের মুখে
অন্ন তুলে দেব

আমি অসহায় ও
দরিদ্রদের সাহায্য
করি

আমি ছোট-বড়
ধনি দরিদ্র সকলকে
সম্মান

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এবং জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট কর্তৃক শ্রেণীভিত্তিক ফুলের বাগান পরিদর্শন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও করিডোরের ছাদ ও দেয়াল সুসজ্জিতকরণ এবং নীতিমূলক বাক্য লিখন

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে আকর্ষণীয় ভবন এবং সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ

স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে "সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ" কার্যক্রমের উদ্বোধন

জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট কর্তৃক সেরা মা, সেরা শিক্ষার্থী এবং সেরা শিক্ষকের মাঝে পদক ও সনদ বিতরণ

লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স

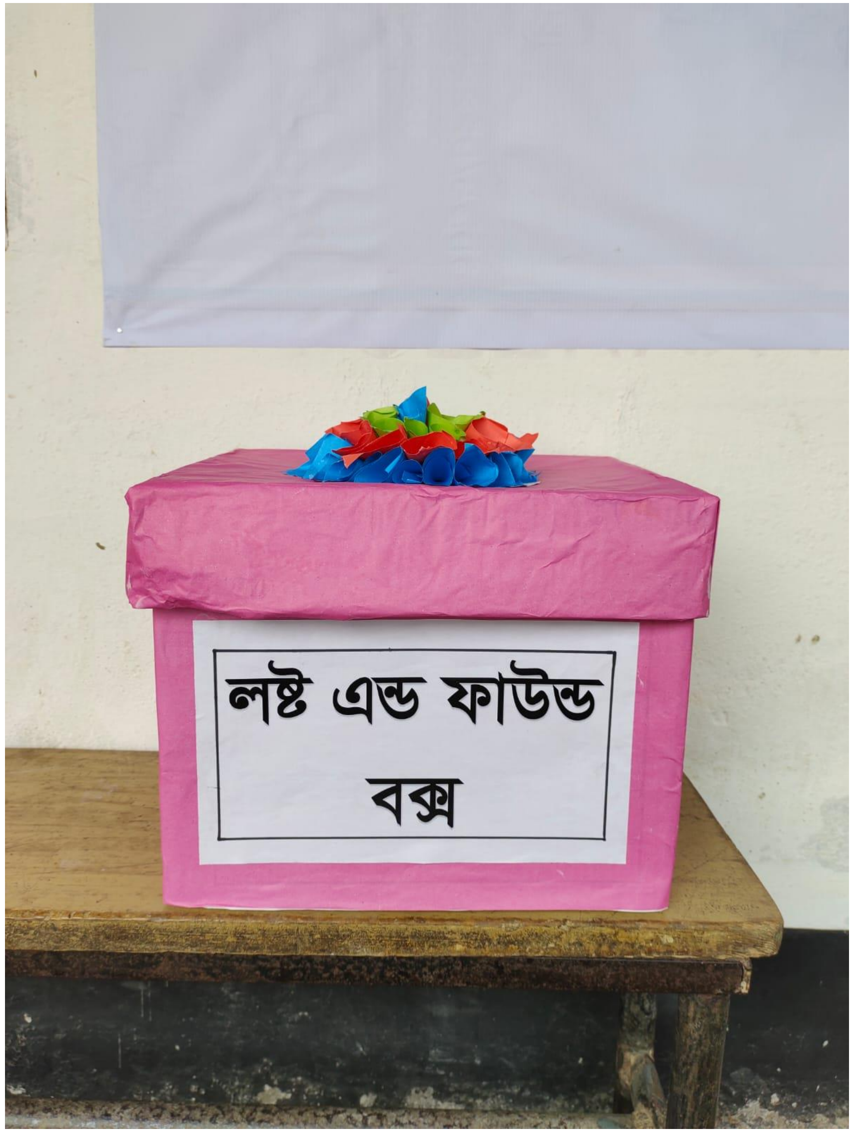

পরামর্শ ও অভিযোগ বক্স

বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী

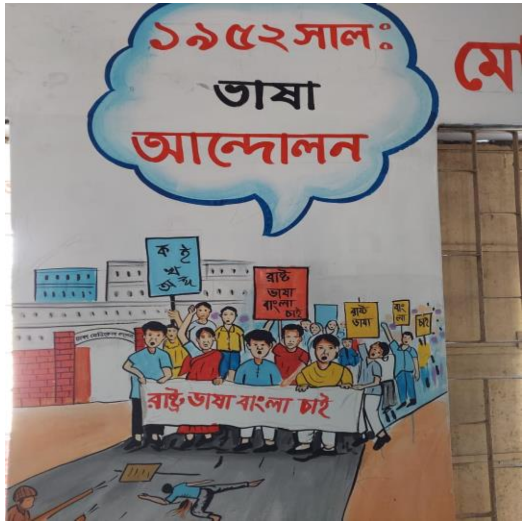

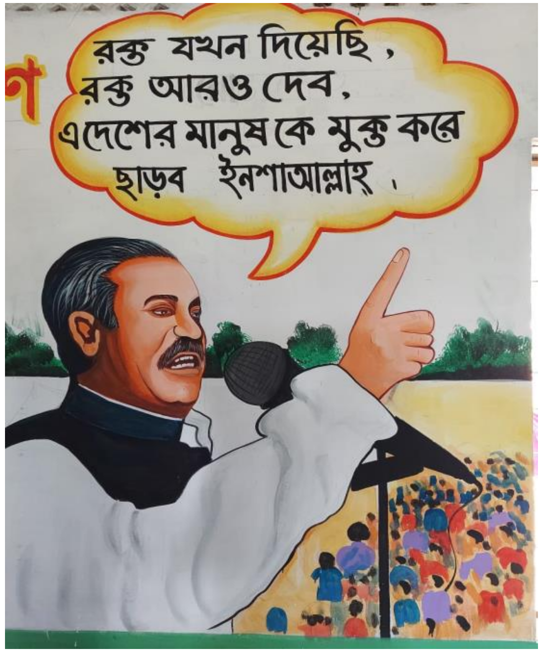

শিশু স্বর্গ

শিক্ষার্থীদের মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে গড়ে তুলতে: প্লানেটোরিয়াম

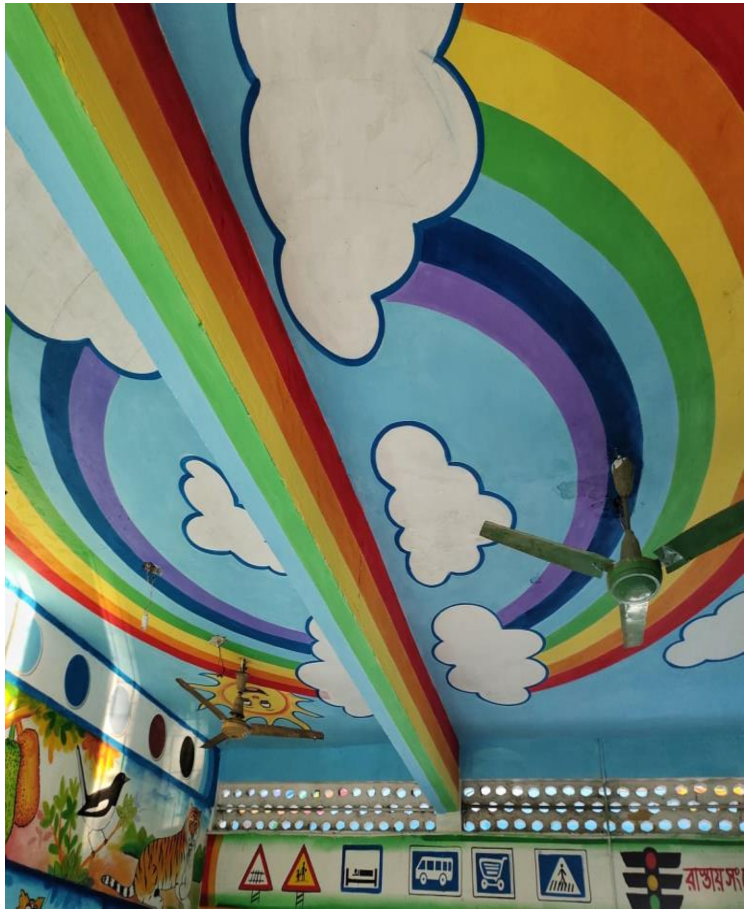

সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ, উন্নয়নমূলক কাজের বিলবোর্ড, শিশু সুরক্ষা সেল, সিটিজেন চার্টার, জনগণের দোরগোড়ায় বিভিন্ন দপ্তরের সেবা

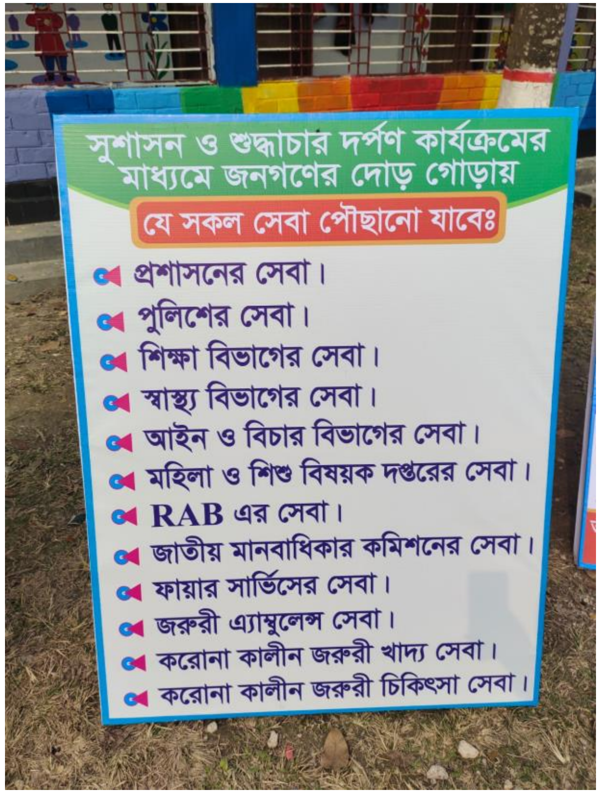

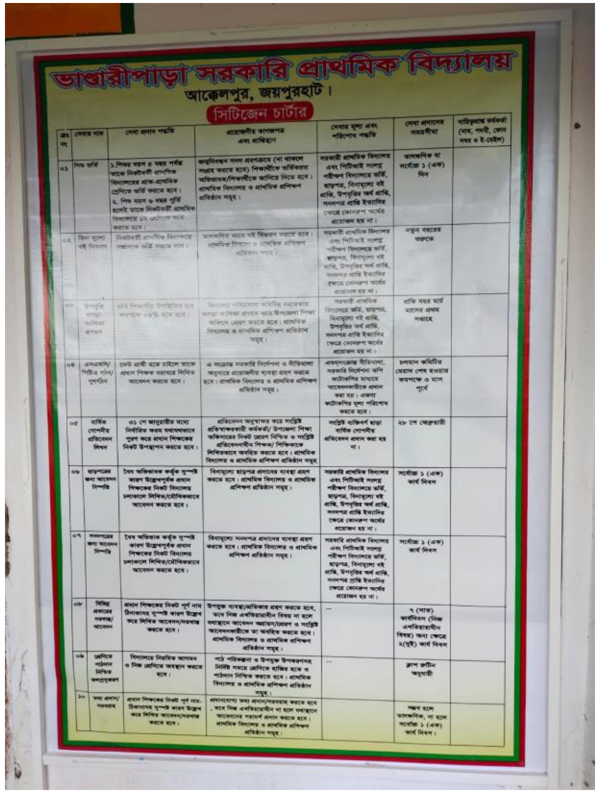

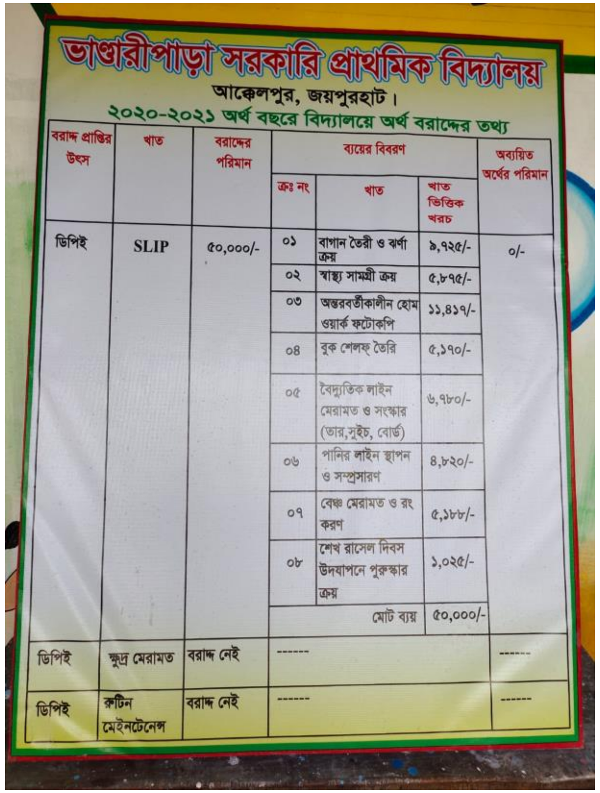

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে “দৈনিক প্রথম আলো” প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন মাত্রা ‘সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ’

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর

শিশুদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচারের শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকে দিতে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *জয়পুরহাট*

শ্রেণিকক্ষের এক পাশের দেয়ালে আঁকা ছবিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন আর অন্য পাশের দেয়ালে আঁকা ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করছেন, তা-ও ছবিতে রয়েছে।

আরেক দেয়ালে শোভা পাচ্ছে উৎসাহমূলক বিভিন্ন চিত্র। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মাদার তেরেসা অন্যের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, একজন চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। এ রকম নানা দেয়ালচিত্র শোভা পাচ্ছে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়টিতে স্থানীয় প্রশাসন ‘সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ’ কার্যক্রম চালু করেছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন সংযোজন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করেছেন।

বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, টিনের ছাউনি ও সামনের দেয়ালজুড়ে রয়েছে রংধনুর ছবি। বিদ্যালয়ের বারান্দায় সততা স্টোর, মহানুভবতার দেয়াল, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বক্স (হারানো জিনিসের বাক্স), সচেতনতা গ্যালারি, নারী নির্যাতন ও করোনা প্রতিরোধবিষয়ক টিপস এবং অভিযোগ বাক্স। বিদ্যালয়টির প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশ্রেণির কক্ষজুড়ে রয়েছে ফল, ফুল ও সৌরজগতের চিত্র। ওই কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে ‘শিশুস্বর্গতে স্বাগত’। প্রথম ও চতুর্থ দেয়ালচিত্রে বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে নৈতিক শিক্ষা গ্যালারি।

বিদ্যালয়ের এক পাশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে ফুলের বাগান করেছেন। সেই বাগানে রয়েছে ঝরনা। বিদ্যালয় মাঠে রয়েছে চারটি ডিজিটাল সাইনবোর্ড। এসবের একটিতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণের মাধ্যমে যেসব সেবা মিলবে, তার তালিকা রয়েছে।

ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রঙিন ভবন। ছবি : প্রথম আলো

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান বলেন, গত বছরের ২৫ আগস্ট তিনি এ উপজেলায় যোগ দেন। তিনি শিশুদের মধ্যে সততা, নীতিনৈতিকতার বিকাশ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এসব কাজে উপজেলা প্রশাসনও সহযোগিতা করছে। মাসুদুল আরও বলেন, এর আগে তিনি দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলায় করোনাকালে ঘরে বসে মেমোরি কার্ডে পাঠদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁকে দেশসেরা উদ্ভাবক-২০২১-এর মর্যাদা দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মীর মো. রেজাউন নবী বলেন, সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। আক্কেলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম হাবিবুল হাসান বলেন, ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সুশাসন ও শুদ্ধাচারের শিক্ষা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায় থেকেই দেওয়া শুরু করেছেন। আজকের শিশুরা ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তাঁদের পরিকল্পনা হলো যে কোমলমতি শিশুদের আধুনিক মননশীলতা, নীতিনৈতিকতায়, চারিত্রিক সততায় তাদের উন্নত মানুষ হিসেবে তৈরি করা।

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে “দৈনিক যায়যায়দিন” প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

যায়যায়দিন

আক্কেলপুরে সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ কার্যক্রম

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে “দৈনিক আজকের পত্রিকায় ” প্রকাশিত খবর

শনিবার
৫ মার্চ ২০২২ | ২০ ফাল্গুন ১৪২৮
১ শাবান ১৪৪৩
পৃষ্ঠা ১২ | মূল্য ৫ টাকা
www.ajkerpatrika.com

আজকের পত্রিকা

রণবীরের রূপকথন পৃষ্ঠা ৩

বিমানে প্রথম বাঙালি নারী পৃষ্ঠা ৪

সংকটকেই কি কাজে লাগাচ্ছেন সালমান পৃষ্ঠা ৮

‘কলকাতায় অভিনয় প্রমোশন হিসেবে দেখি না’ পৃষ্ঠা ১০

কোহলির মাইলফলকের দিনে এগিয়ে ভারত পৃষ্ঠা ১১

এক বিদ্যালয়ে অনেক কিছুর শিক্ষা

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) **প্রতিনিধি**

দূর থেকে চোখে পড়বে বিদ্যালয়টির ছাউনি ও দেয়ালে রংধনুর সাত রঙে আঁকা ছবি। বিদ্যালয়টির এক পাশে ঝরনা আছে। ঝরনার চারপাশে আছে ফুলের বাগান। শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বারান্দায় বিভিন্ন রঙে আঁকা ছবি। আছে বিভিন্ন মনীষীর শিক্ষামূলক বাণীও।

এই চিত্র চোখে পড়বে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে উপজেলার প্রথম সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিদ্যালয় রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, করোনাকালে দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু ঝরে পড়ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়ে এই মানবচিত্র আর বাণীর মাধ্যমে কৌশলী পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বইমুখী করতে ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদ্যালয়টির এমন কারুকার্যে অভিভাবকেরাও অনেক খুশি।

ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়টির টিনের ছাউনি ও সামনের দেয়ালজুড়ে আছে রঙিন রংধনু আঁকা ছবি। বারান্দায় সততা স্টোর, মহানুভবতার দেয়াল, লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বক্স, সচেতনতা গ্যালারি, নারী নির্যাতন ও করোনা প্রতিরোধবিষয়ক টিপস এবং আছে অভিযোগ বক্স।

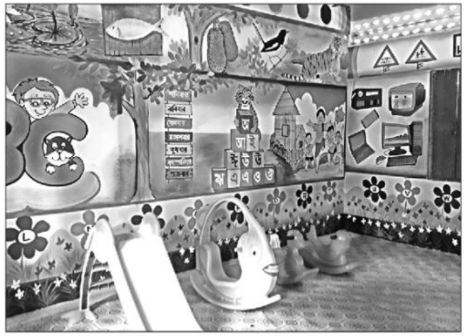

আক্কেলপুর উপজেলার রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের ভান্ডারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্ প্রাথমিক ও শিশু শ্রেণিকক্ষের ভেতরের ছবি। আজকের পত্রিকা

বিদ্যালয়টির প্রাক প্রাথমিক শিশু শ্রেণিজুড়ে রয়েছে ফল, ফুল এবং সৌরজগতের চিত্র। ওই কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে ‘শিশু স্বর্গতে স্বাগতম’। বিদ্যালয়ের প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণিকক্ষের ভেতরের দেয়ালজুড়ে মানবচিত্রের পাশে লেখা রয়েছে ১৯৪৭ সালের ভারত পাকিস্তান বিভক্তি ও স্বাধীনতা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ভাষণের কয়েক লাইন। এ ছাড়া নৈতিক শিক্ষা গ্যালারিতে আছে নীতি বাক্য।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ২৫ আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান আক্কেলপুর উপজেলায় যোগদান করেন। এরপর থেকেই তাঁর তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিতে টাইলস, পতাকা বেদিতে টাইলস, স্কুলে শহীদ মিনার নির্মাণ, শিশুপার্ক নির্মাণ, করোনাকালীন শিশুদের ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, বিজ্ঞান উপকরণ সরবরাহ, করোনাকালীন শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য অনলাইনে ক্লাস নেওয়াসহ শিক্ষাবান্ধব সরকারের প্রতিটি শিক্ষাভিত্তিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস।

আক্কেলপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসান বলেন, উপজেলার শিশুদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা, নীতি নৈতিকতার চর্চা, দেশপ্রেম মানবিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বের বিকাশ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মানসম্মত শিক্ষা এবং শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষায় সুশাসন ও শুদ্ধাচার কার্যক্রমটি ভান্ডারিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে উপজেলার অন্য বিদ্যালয়গুলোতেও শুরু করা হবে।

জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম হাবিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাথমিক পর্যায় থেকে অর্থাৎ যেখান থেকে শিশুদের ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়, সেখান থেকেই আমরা এটা শুরু করছি। তাদের বেজমেন্টটা ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্ব এই জেনারেশনকে দেবে। সেই কারণেই পরিকল্পনা হলো যে বাচ্চাদের আধুনিক মননশীলতা, নীতি নৈতিকতায়, চারিত্রিক সততায়, তাঁদের উন্নত মানুষ হিসেবে তৈরি করা। এই জন্যই সুশাসন ও শুদ্ধাচার এবং শিশু সুরক্ষা সেল অ্যাপ এই উপজেলায় বাস্তবায়ন করছি। যা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা হবে।’

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে “দৈনিক বাংলাদেশ শিক্ষা” প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা

ঢাকা, রবিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২

'সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ' এবং 'শিশু সুরক্ষা সেল' শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন এক সংযোজন

বিশেষ প্রতিনিধি

২০২২-০২-২৪ ০০:৪৫:২৬ | Print

ফাইল ছবি

প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে সুশাসন এবং শুদ্ধাচার বিষয় দুটি ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এটি যদি শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকে শেখানো যায় তবে ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতিসংঘ ঘোষিত এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবনীমূলক নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাসুদুল হাসান। তিনি ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ এই উপজেলায় যোগদান করেন। যোগদানের পরপরই তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের বিকাশ
এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে এমন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন এই কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছে।

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে “দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ” প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

প্রতিদিনের সংবাদ

শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

"সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ" কার্যক্রম সম্পর্কে "দৈনিক সকালের সময়" প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

সকালের সময়

ঢাকা সোমবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২

"সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ" এবং মোবাইল অ্যাপঃ"শিশু সুরক্ষা সেল : উদ্ভাবনী শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন এক সংযোজন

সুশাসন এবং শুদ্ধাচার কিন্তু দুটি ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় জীবন পরিবর্তনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এটি যদি শিশুদের ছোটবেলা থেকে শেখানো যায় তবে ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতিসংঘ ঘোষিত এবং ভিশন-2041 বাস্তবায়নে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে আক্কেলপুর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবনীমূলক নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের আমাইশাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এক উদ্ভাবনী কার্যক্রম লক্ষ করা গেছে। শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং উন্নত বাংলাদেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এই উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি) জনাব এ.এন.এম মঈনুল ইসলাম এবং জয়পুরহাট জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো: শরীফুল ইসলাম।

সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ কার্যক্রমটি জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২১ সাল থেকে সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানেও চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের মাঝে সততা নীতি-নৈতিকতার বিকাশ, শুদ্ধাচার চর্চা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বের বিকাশ, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, মানসম্মত শিক্ষা এবং শিশুর অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষায় নতুন খেলা, শিক্ষক, অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করাসহ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, আইন সহায়তা কেন্দ্রসহ সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরী হয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্মিত "শিশু সুরক্ষা সেল" মোবাইল অ্যাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

“সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” কার্যক্রম সম্পর্কে পত্র-প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

"সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ" কার্যক্রম সম্পর্কে পত্র-প্রত্রিকায় প্রকাশিত খবর

প্রেক্ষাপট-১

২০২১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোমলমতি শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। কারণ তারাই ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে। এজন্য প্রশিক্ষাক্ষেত্রে এবং য়োজন ভিশন: ২০৪১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সুদূর প্রসারী ও সমন্বিত পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন। ছাত্রজীবন থেকে শিশুদের মাঝে শুদ্ধাচার চর্চা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশ প্রেম, নেতৃত্বের বিকাশ, সততা, নীতি-নৈতিকতার অনুশীলন, ধর্মীয় মূল্যবোধ মানবিক গুণাবলীর বিকাশ অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমে প্রয়োজন সুশাসন,সকল স্তরের অংশীজন ও স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ,সমন্বিত উদ্যোগ এবং সেবা প্রদানের সজ প্রক্রিয়া।

সরকারি সম্পদ,সরকারি কর্মসূচী ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা,আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, সাম্যতা, ঐক্যমত্য,টেকসই অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা।

প্রেক্ষাপট-২

শিশুর মাঝে ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে প্রয়োজন শিশুর মানসম্মত শিক্ষা, শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, এবং মৌলিক মানবাধিকার। শিশুর অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষায় প্রয়োজন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও সার্বিক কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন সুশাসন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা তথা এস ডি জি এর লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে অভিন্নতা। এই কার্যক্রমটি সরকারের ভিশন, মিশন, সেবা কৌশল ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পন“ কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট মোবাইল অ্যাপ “শিশু সুরক্ষা সেল” এর মূল বিষয়ে আন্তর্জাতিক গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে। এসডিজি ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে ০৫ টি লক্ষ্যের সাথে উক্ত কার্যক্রমটির অভিন্নতা রয়েছে।

০৩. সুস্বাস্থ্য

০৪. মানসম্মত শিক্ষা

০৫. লিঙ্গ সমতা

০৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো

১০. শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

ফলে“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” একটি যুগোপযোগী সেবামূলক উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

কার্যক্রম

০১“শিশু সুরক্ষা সেল” মোবাইল অ্যাপ
২.“বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সফট্‌ওয়্যার”
৩.নৈতিক শিক্ষা গ্যালারী
৪.সচেতনতার গ্যালারী
৫.উন্নয়নমূলক কাজের বিলবোর্ড প্রদর্শন
৬.মেন্টরিং ও মটিভেশন কার্যক্রম
৭. বাল্য বিবাহ মুক্ত প্রথমিক শিক্ষা
৮. ভালো কাজের স্বীকৃতি, সম্মাননা ও সনদ প্রদান
৯. নীতিমূলক গল্প পড়ার আসর
১০. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের গল্প শোনার আসর
১১. প্লানেটোরিয়াম
১২. দেশের সঠিক ইতিহাস জানতে “বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী”
১৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন
১৪. শ্রেণীভিত্তিক ফুলের বাগান

কার্যক্রম

১৫. ক্লাসরুম লাইব্রেরি
১৬.সততা স্টোর
১৭. লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স
১৮.পরামর্শ/ অভিযোগ বক্স
১৯. শিশুদের অংশগ্রহণে গণশুনানি চর্চা
২০. স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বচন
২১.সেরা মায়ের স্বীকৃতি
২২. সেরা শিক্ষার্থীর স্বীকৃতি
২৩. সেরা শিক্ষকের স্বীকৃতি
২৪. সেরা বিদ্যুৎসাহীর স্বীকৃতি
২৫.আইসিটি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম
২৬. করোনাকালীন গুগল মিট এ অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম
২৭. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তীতা চর্চায় ডিজিটাল হাজিরা মেশিন

“শিশু সুরক্ষা সেল মোবাইল অ্যাপ”

“ সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পন” কার্যক্রমের আওতায় “শিশু সুরক্ষা সেল” মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে সততা, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ, শুদ্ধাচার চর্চা, দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বের বিকাশ, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, মানসম্মত শিক্ষা এবং শিশুর অধিকার রক্ষায় সুরক্ষায় নতুন প্রজন্ম, শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ জনগণের সাথে প্রশাসন, পুলিশ, হাসপাতাল, আইন সহায়তা কেন্দ্র সহ সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যে একটি শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্মিত এই মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম, ও সাধারণ জনগণ টোল ফ্রি সুবিধায় প্রশাসন, পুলিশ, হাসপাতাল, আইন সহায়তা কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।অ্যাপ ব্যবহারকারীগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সহ বিভিন্ন আইন এর ধারা উপধারা সম্পর্কে জানতে পারবে। এই মোবাইল অ্যাপের মেন্টরিং ও মোটিভেশন কার্যক্রমের আওতায় শিশু অভিভাবকবৃন্দ বয়সন্ধিকালের শিশু ও অভিভাবকদের করণীয়, শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধে করণীয়, ভালো স্পর্শ, মন্দ স্পর্শ , শিশু সুরক্ষা মা ও শিশুর টিকা, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে করণীয়, শিশু সুরক্ষা অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুযত্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব , সন্তানের মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার করণীয়, শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষায় জেলা প্রশাসকের পরামর্শ শিশুর অধিকার রক্ষায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ, শিশু শিক্ষা এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষা অফিসারের পরামর্শ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । একটি শিশুদের শারীরিক মানসিক বিকাশ, মানসম্মত শিক্ষা, শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এছাড়া এই মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম, শিক্ষক বাতায়ন এবং কিশোর বাতায়ন এর সাথে শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।ফলে করোনাকালীন শিশুদের শিখন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং শিশুর অধিকার রক্ষা ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

"সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ " কার্যক্রমের আওতায় "শিশু সুরক্ষা সেল" মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় যে সকল সেবা পৌঁছানো যাবেঃ

* প্রশাসনের সেবা।
* পুলিশের সেবা।
* শিক্ষা বিভাগের সেবা।
* স্বাস্থ্য বিভাগের সেবা।
* আইন ও বিচার বিভাগের সেবা।
* মহিলা ও শিশু বিষয়ক দপ্তরের সেবা।

* র‍্যাব এর সেবা।
* জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সেবা।
* ফায়ার সার্ভিসের সেবা।
* জরুরী এম্বুলেন্স সেবা।
* করোনা কালীন জরুরী খাদ্য সেবা।
* করোনা কালীন জরুরি চিকিৎসাসেবা।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ

* “সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ” স্থাপন
* “শিশু সুরক্ষা সেল” মোবাইল অ্যাপ উদ্ভাবন ও ব্যবহার
* সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ছাত্রসমাজ ও সাধারন জনগনের সাথে সরকারের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন দপ্তরের মাঝে   শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়র্ক স্থাপন করা।
* “শিশু সুরক্ষা সেল” মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সেবা ছাত্র সমাজ ও জনগণের দোরগোড়ায় পাওয়ার পদ্ধতি বিলবোর্ডে প্রদর্শন
* প্রতিষ্ঠানে সুশাসন,শুদ্ধাচার,স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা,আইনের শাসন,সততা ও নীতি-নৈতিকতার চর্চা নিশ্চিত করা।
* উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিলবোর্ড প্রদর্শন
* সচেতনতার গ্যালারী স্থাপন
* নৈতিক শিক্ষা গ্যালারী স্থাপন
* মাল্টিমিডিয়া ও আইসিটি ক্লাস রুম স্থাপন
* বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারী স্থাপন
* শিশুস্বর্গ স্থাপন
* সততা স্টোর,লস্ট এন্ড ফাউন্ড বক্স ও মহানুভবতার দেয়াল স্থাপন

প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সচ্ছতা। শিশুদের মাঝে শুদ্ধাচার চর্চা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের বিকাশ, সততা, নীতি-নৈতিকতার অনুশীলন ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা, ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সুশাসন ও শুদ্ধাচার দর্পণ কার্যক্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিশুর মানসম্মত শিক্ষা, শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মৌলিক মানবাধিকার শিশুর অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

অংশীজন/উপকারভোগীর সঙ্গে উদ্যোগের সম্পৃক্ততা

সমাজের সকল স্তরের জনগণ, ছাত্র সমাজ ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব

কার্যক্রমটির ফলে সরকারি সম্পদ, সরকারি কর্মসূচী ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, সাম্যতা, ঐক্যমত্য, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, টেকসই অবস্থা এবং সুনাম অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। নতুন প্রজন্ম, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সাধারন জনগনের সাথে প্রশাসন, পুলিশ, হাসপাতাল, আইন সহায়তা কেন্দ্রসহ সরকারের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। শিশুর মানসম্মত শিক্ষা, শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, এবং মৌলিক মানবাধিকার, শিশুর অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

ধন্যবাদ